"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা হলেন দাতা, বাচ্চারা, তোমাদের বাবার কাছ থেকে কিছুই চাওয়ার প্রয়োজন নেই, কথায় আছে, চাওয়ার চেয়ে মরণ ভালো"

*প্রশ্নঃ - কিসের স্মৃতি যদি সর্বদা থাকে তবে কোনো বিষয়েই চিন্তা বা চিন্তন থাকবে না?

*উত্তরঃ - যা পাস্ট হয়ে গেছে - ভালো বা মন্দ, ড্রামাতে ছিল। পুরো চক্র সম্পূর্ণ হয়ে গেলে তা পুনরায় রিপীট হবে। যে যেমন পুরুষার্থ করে সে তেমনই পদ পায়। এই কথা স্মৃতিতে থাকলে তবেই কোনো বিষয়ে চিন্তা বা চিন্তন থাকবে না। বাবার ডায়রেক্শন হলো, বৎস অতীতকে স্মরণ কোরো না। উল্টোপাল্টা কোনো কথা শুনোও না, কাউকে শুনিয়োও না। যে কথা অতীত হয়ে গেছে, না তার চিন্তন (বিচার) করো, আর না তা রিপীট করো।

ওম্ শান্তি। আত্মাদের পিতা বসে তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদের বোঝান। আত্মাদের পিতাকে দাতা বলা হয়। তিনি নিজে থেকেই সবকিছু বাচ্চাদেরকে দিয়ে দেন। তিনি আসেনই বিশ্বের মালিক বানাতে। কিভাবে হবে, এই সবকিছুই বাচ্চাদের বোঝান, ডায়রেক্শন দিতে থাকেন। তিনি তো দাতা, তাই না। তাই তিনি নিজে থেকেই সবকিছু দিয়ে থাকেন। চাওয়ার চেয়ে মরা ভালো। কোনও জিনিসই চাইতে হয় না। বাচ্চারা অনেকেই শক্তি, আশীর্ব্বাদ, কৃপা প্রার্থনা করতে থাকে। ভক্তিমার্গে তো চাইতে চাইতে, মাথা চাপড়ে-চাপড়ে সিড়ি সম্পূর্ণ নীচে নেমে এসেছো। এখন আর চাওয়ার দরকার নেই। বাবা বলেন, (শ্রীমৎ) ডায়রেক্শন অনুসারে চলো। এক তো তিনি বলেন যে, অতীত নিয়ে চিন্তা করো না। ড্রামায় যা কিছু হয়েছে তা এখন অতীত হয়ে গেছে। ওগুলো আর চিন্তন ক'রো না। রিপীট ক'রো না। বাবা তো শুধু দুটি শব্দই বলেন, মামেকম্ স্মরণ করো। বাবা ডায়রেক্শন বা শ্রীমৎ দেন। সেইমতো চলা বাচ্চাদের কাজ। এ হলো সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ডায়রেক্শন। কেউ-কেউ কত কত প্রশ্ন-উত্তর ইত্যাদি করবে, কিন্তু বাবা তো দুটি শব্দই বোঝাবেন। আমি পতিত-পাবন, তোমরা আমাকে স্মরণ করতে থাকো তবেই তোমাদের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। ব্যস্, স্মরণের জন্য কোনো ডায়রেক্শন দেওয়া হয় কী ! বাবাকে স্মরণ করতে হবে, কোনো ক্রন্দন বা চিৎকার-চেঁচামেচি করতে হবে না। মনে-মনে শুধু অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করতে হবে। দ্বিতীয় ডায়রেক্শন কী দেন? ৮৪-র চক্রকে স্মরণ করো কারণ তোমাদেরকে দেবতা হতে হবে, দেবতাদের মহিমা তো তোমরা আধাকল্প-ব্যাপী করেছো।

(বাচ্চার কান্নার আওয়াজ হলো) এখন এই ডায়রেক্শন সমস্ত সেন্টারের নিমিত্তদের দেওয়া হচ্ছে যে কেউ-ই যেন ছোট বাচ্চাদের নিয়ে না আসে। তাদের জন্য কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। বাবার থেকে যারা অবিনাশী উত্তরাধীকার নেবে তারা নিজেরাই সেই ব্যবস্থা করবে। এ হলো আত্মাদের পিতার বিশ্ববিদ্যালয়, এখানে ছোট বাচ্চাদের আসার প্রয়োজন নেই। ব্রাহ্মণীর (টিচার) কাজ হলো, যখন সার্ভিসেবেল আর উপযুক্ত হবে তখন তাদের রিফ্রেশ করার জন্য নিয়ে আসা। তা সে বিশিষ্ট ব্যক্তিই হোক বা সাধারণ, এ হলো বিশ্ববিদ্যালয়। বাচ্চাদের এখানে যারা নিয়ে আসে তারা কি জানে না যে এ হলো ইউনিভার্সিটি। মুখ্য কথা হলো - এটা হলো ইউনিভার্সিটি। এখানে যারা পঠন-পাঠন করে তাদের অনেক ভালো আর সমঝদার হওয়া উচিত। যারা এখনও কাঁচা তারা ডির্টাবেন্স সৃষ্টি করবে, কারণ তারা বাবার স্মরণে থাকবে না তাই বুদ্ধি এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়াবে। ক্ষতি করে দেবে। স্মরণের যাত্রায় থাকতে পারবে না। যারা ছোট বাচ্চাদের নিয়ে আসবে তাতে বাচ্চাদের-ই ক্ষতি হবে। অনেকে তো জানেই না যে এ হলো গড ফাদারলী ইউনিভার্সিটি, এখানেই মনুষ্য থেকে দেবতা হতে হয়। বাবা বলেন, গৃহস্থ ব্যবহারে অবশ্যই বাচ্চাদের সঙ্গে থাকো, এখানে তো শুধু এক সপ্তাহ বা ৩-৪ দিনই যথেষ্ট। জ্ঞান তো অতি সহজ। বাবাকে চিনতে হবে। অসীম জগতের পিতাকে জানলে অবিনাশী উত্তরাধিকার পাবে। কিসের উত্তরাধিকার? অসীম জগতের রাজ্য-ভাগ্য (বাদশাহী)। এইরকম মনে কোরো না যে, প্রদর্শনী বা মিউজিয়ামে কোনো সেবা হয় না। অসংখ্য, অগণিত প্রজা তৈরী হয়। ব্রাহ্মণ কুল, সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশী - এই তিন-ই এখানেই স্থাপিত হচ্ছে। তাই এ হলো অনেক বড় ইউনিভার্সিটি। অসীম জগতের পিতা এখানে পড়ান। তাই মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ ভরপুর হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু বাবা আসেন সাধারণ শরীরে। আর পড়ানও সাধারণ রীতি অনুযায়ী, তাই মানুষের তা পছন্দ হয় না। (তারা বলে) গড ফাদারলী ইউনিভার্সিটি আর এইরকম! বাবা বলেন, আমি তো দীনবন্ধু। দরিদ্রদেরকেই পড়াই। বিত্তবানদের পড়বার হিম্মত নেই। তাদের বুদ্ধিতে তো গাড়ি বাড়ি ইত্যাদিই থাকে। দরিদ্ররাই ধনবান হয়, আর ধনবান দরিদ্র - এটাই হলো রীতি। দান কি কখনও ধনবানদের দেওয়া হয়? এও অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের দান। ধনবান দান নিতে

পারবে না। বুদ্ধিতে সঠিকভাবে বসবে না। তারা নিজেদের উপার্জিত পার্থিব জগতের ধন-দৌলতের মধ্যেই ডুবে থাকবে। তাদের কাছে তো এটাই স্বর্গ। তারা বলে, আমাদের অন্যরকম স্বর্গের প্রয়োজন নেই। কোনো গণ্যমান্য ব্যক্তি মারা গেলে বলে স্বর্গবাসী হয়েছে। নিজেরাই বলে যে, উনি স্বর্গে গেছেন। তাহলে তো এখন এ হলো নরক, তাই না। কিন্তু এতটাই প্রস্তরবুদ্ধিসম্পন্ন যে বুঝতে পারে না - নরক কি? এ হলো তোমাদের কত বড় ইউনিভার্সিটি। বাবা বলেন, যাদের বুদ্ধির তালা বন্ধ হয়ে গেছে, তাদেরকেই এসে পড়াই। বাবা যখন আসে তখন (বুদ্ধির) তালা খোলে। বাবা নিজেই ডায়রেক্শন দেন - তোমাদের বুদ্ধির তালা কিভাবে খুলবে? বাবার কাছ থেকে কিছুই চাইতে হবে না, এতে নিশ্চয় চাই। বাবাই মোস্ট বিলাভেড (প্রিয়তম), যাঁকে ভক্তিতে স্মরণ করতে। যাকে স্মরণ করা হয় সে তো অবশ্যই কখনো আসবে, তাই না। স্মরণ করাই হয় পুনরায় রিপিট হওয়ার জন্য। বাবা এসে বাচ্চাদেরকেই বোঝান। বাচ্চাদের আবার বাইরের লোকেদের বোঝাতে হবে যে বাবা কিভাবে এসেছেন। (বাবা) কি করেন? বাচ্চারা, তোমরা সকলেই পতিত, আমিই এসে পবিত্র বানাই। আত্মারা অর্থাৎ তোমরা যারা পতিত হয়ে গেছো, এখন শুধু আমাকে অর্থাৎ পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ করো, পরমাত্মাকে অর্থাৎ আমাকে স্মরণ করো। এতে কিছুই চাওয়ার প্রয়োজন নেই। ভক্তিমার্গে আধাকল্প তোমরা শুধু চেয়েই গেছো, পাওনি কিছুই। এখন চাওয়া বন্ধ করো। আমি নিজে থেকেই তোমাদের দিয়ে থাকি। বাবা-র (বাচ্চা) হলে অবিনাশী উত্তরাধিকার তো পেয়েই যাবে। যারা সাবালক (বড়) বাচ্চা, তারা শীঘ্রই বাবাকে চিনে নিতে পারে। বাবার উত্তরাধিকার-ই হলো স্বর্গের বাদশাহী - ২১ জন্মের। এ তো তোমরা জানো -- যখন নরকবাসী হয় তখন ঈশ্বরের নামে কিছু দান-পুণ্য করলে অল্পকালের জন্য সুখ পাওয়া যায়। মানুষ তো ধর্মকর্মের জন্য কিছু আলাদা করে সরিয়েও রাখে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরাই দানধ্যান করে। তাই যারা ব্যবসায়ী তারা বলবে যে আমরা বাবার সঙ্গে ব্যাপার করতে এসেছি। বাচ্চারা বাবার সঙ্গে ব্যাপারই তো করে, তাই না। (লৌকিক) বাবার সম্পত্তি নিয়ে তার থেকেই আবার শ্রাদ্ধ ইত্যাদি খাওয়ায়, দান-পুণ্য করে। ধর্মশালা, মন্দির ইত্যাদি তৈরী করে তাতে বাবার নাম লিখে দেয় কারণ যার কাছ থেকে ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হয় তারজন্য তো অবশ্যই কিছু করা উচিত। এও হলো একধরণের ব্যাপার। ওইসব হলো লৌকিক বিষয়। এখন বাবা বলেন, অতীতকে চিন্তনে এনো না। উল্টোপাল্টা কোন কথা শুনো না। কেউ যদি উল্টোপাল্টা কোনো প্রশ্ন করে তখন বলো - এইসব কথায় যাওয়ার দরকার নেই। তোমরা প্রথমে বাবাকে স্মরণ করো, ভারতের প্রাচীন রাজযোগ বিখ্যাত। যত স্মরণে থাকবে, দৈবী-গুণ ধারণ করবে, ততই উচ্চপদ লাভ করবে। এ হলো ইউনিভার্সিটি। এখানে এইম অবজেক্ট ক্লিয়ার। পুরুষার্থ করে এমন হতে হবে। দৈবী-গুণ ধারণ করতে হবে। কাউকে কোনো ভাবেই দুঃখ দেবে না। দুঃখহরণকারী, সুখপ্রদানকারী পিতার সন্তান তোমরা, তাই না। সে তো সার্ভিসেই বোঝা যাবে। অনেক নতুন-নতুনও আসে যারা ২৫-৩০ বছর ধরে(জ্ঞানে) চলছে তাদের থেকে ১০-১২ দিনের বাচ্চারা তীক্ষ্ণ হয়ে যায়। বাচ্চারা, তোমাদের তো সকলকে নিজেদের সমান বানাতে হবে। ব্রাহ্মণ না হলে দেবতা হবে কিভাবে। গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার তো ব্রহ্মা, তাই না। যারা এখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে তাদেরকেই স্মরণ করা হয়, তারা পুনরায় অবশ্যই আসবে। যেসমস্ত উৎসব ইত্যাদি স্মরণ করা হয়, সে সব একসময় এখানে হতো, আর তা পুনরায় হবে। এইসময়েই সব উৎসব পালিত হচ্ছে --- রাখী বন্ধন ইত্যাদি.... এসবের রহস্য বাবা এখন বোঝাতে থাকেন। তোমরা হলে বাবার বাচ্চা তাই তোমাদেরকে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। পতিত-পাবন বাবাকে আহ্বান করে তখন বাবাও পথ বলে দেন। প্রতি কল্পে যে যেমন উত্তরাধিকার নিয়েছে, অ্যাকুরেট তেমনই চলতে থাকে। তোমরাও সাক্ষী হয়ে দেখো। বাপদাদাও সাক্ষী হয়ে দেখেন - এরা কতটা উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে পারে? এদের ক্যারেক্টর্স কেমন? টিচার তো সবই জানে, তাই না - কতজনকে নিজের মত তৈরী করে, কতটা সময় স্মরণের যাত্রায় থাকে? প্রথমে তো বুদ্ধিতেই একথা স্মরণে রাখা উচিত যে এ হলো গড ফাদারলী ইউনিভার্সিটি। এই ইউনিভার্সিটি হলোই জ্ঞানের জন্য। ওটা হলো পার্থিব জগতের (হদের) ইউনিভার্সিটি, আর এ হলো অসীম জগতের। একমাত্র বাবাই দুর্গতি থেকে সদ্গতি, হেল থেকে হেভেন (স্বর্গ) তৈরী করেন। বাবার দৃষ্টি কিন্তু সকল আত্মাদের দিকেই যায়। সকলেরই কল্যাণ করতে হবে। (সকলকে) ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। শুধু তোমাদেরই নয় বরং সমগ্র দুনিয়ার আত্মাদের-কেই (তিনি) স্মরণ করে থাকেন। আর তারমধ্যে পড়ান শুধু বাচ্চাদের। তোমরা এও বোঝো, যে যেমন নম্বরের ক্রমানুসারে আসে সে যাবেও পুনরায় সেইভাবেই। সব আত্মারা নম্বরের ক্রমানুসারে আসে। তোমরাও নম্বরের ক্রমানুসারে কিভাবে যাবে - সেইসব বোঝানো হয়। কল্প-পূর্বে যা হয়ে গেছে তাই-ই রিপীট হবে। আবার এও তোমাদের বোঝানো হয় - তোমরা আবার কিভাবে নতুন দুনিয়ায় আসবে। নম্বরের ক্রমানুসারে যারা নতুন দুনিয়ায় আসে, তাদেরকেই বোঝানো হয়।

বাচ্চারা, তোমরা বাবাকে জেনে যাওয়ার ফলে, নিজের ধর্মকে এবং সর্ব ধর্মের সম্পূর্ণ (সৃষ্টি-রূপী) বৃক্ষকে জেনে যাও। এরমধ্যে কিছু চাওয়ার প্রয়োজন নেই, আশীর্বাদেরও প্রয়োজন নেই। তারা তো লেখে যে, বাবা দয়া করো, কৃপা করো। বাবা তো কিছুই করবেন না। বাবা তো এসেছেনই পথ বলে দিতে। ড্রামায় আমার পার্টই হলো সকলকে পবিত্র করা। সেই

রকমই পার্ট প্লে করি যেমন প্রতি কল্পে প্লে করে এসেছি। যা পাস্ট হয়ে গেছে, ভালো হোক মন্দ হোক, ড্রামাতে ছিল। কোনো বিষয়েরই চিন্তন ক'রো না। আমরা সদা এগিয়ে যেতেই থাকি। এ হলো অসীম জগতের নাটক, তাই না। পুরো চক্র সম্পূর্ণ হয়ে পুনরায় রিপীট হবে। যে যেমন পুরুষার্থ করে, তেমনই পদ পায়। চাওয়ার কোনো দরকার নেই। ভক্তিমার্গে তোমরা অনেক চেয়েছো। সব পয়সা নিঃশেষ করে ফেলেছো। এসবই ড্রামাতে তৈরী হয়ে রয়েছে । ওরা তো কেবল বোঝায়। আধাকল্প ভক্তি করতে, শাস্ত্র পড়তে কতো খরচ হয়ে যায়। এখন তো তোমাদের কিছুই খরচ করার দরকার নেই। বাবা তো দাতা, তাই না। দাতার তো কিছুই দরকার নেই। তিনি তো এসেছেনই দেওয়ার জন্য। এমন মনে করো না যে, আমরা শিববাবাকে দিচ্ছি। আরে, শিববাবার থেকে তো অনেক অনেক পাওয়া যায়। তোমরা এখানে নিতে এসেছো, তাই না। শিক্ষকের কাছে স্টুডেন্ট নেওয়ার জন্য আসে। লৌকিক পিতা, শিক্ষক, গুরুর থেকে যা পেয়েছো তাতে তোমাদের লোকসানই হয়েছে। এখন বাচ্চাদের শ্রীমতে চলতে হবে তবেই উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে পারবে। শিববাবা হলেন ডবল শ্রী-শ্রী, তোমরা হও সিঙ্গেল শ্রী। শ্রী লক্ষ্মী, শ্রী নারায়ণ বলা হয়। শ্রী লক্ষ্মী, শ্রী নারায়ণ হলো দুইজন। বিষ্ণুকে শ্রী-শ্রী বলা হবে কারণ দুজনেই কম্বাইন্ড। তথাপি এঁদের দুজনকে তৈরী করেন কে? তিনি একজনই, শ্রী-শ্রী। এছাড়া আর কেউ শ্রী-শ্রী হয় না। আজকাল তো শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণ, শ্রী সীতা-রামও নাম রেখে দেয়। তাই বাচ্চাদেরকে এসব ধারণ করে খুশীতে থাকতে হবে।

আজকাল স্পীরিচুয়্যাল কনফারেন্সও অনেক হয়ে থাকে। কিন্তু স্পীরিচুয়্যালের অর্থ বোঝে না। আত্মিক জ্ঞান তো এক বাবা ব্যতীত আর কেউই দিতে পারে না। বাবা হলেন সব আত্মাদের পিতা। তাঁকেই স্পীরিচুয়্যাল বলা হয়। (অজ্ঞানী) ওরা বলে দর্শন হলো স্পীরিচুয়্যাল (অধ্যাত্ম)। এ তো তোমরা বোঝো যে - এটা হলো জঙ্গল, সকলেই একে-অপরকে দুঃখ দিয়ে থাকে। তোমরা জানো, অহিংসা পরম দেবী-দেবতা ধর্মকে স্মরণ করা হয়। ওখানে কোনো মারামারি হয় না। রাগও হলো হিংসা, একে সেমী-হিংসাই বলো বা আর যেটাই বলো। এখানে তো সম্পূর্ণ অহিংস হতে হবে। মন্সা, বাচা, কর্মণা কোনো কিছুতেই খারাপ কথা আসা উচিত নয়। কেউ যদি পুলিশ ইত্যাদিতে কাজ করে সেখানেও যুক্তি-যুক্তভাবে কার্যসম্পাদন করতে হবে। যতখানি সম্ভব স্নেহ-পূর্বক কার্যসম্পাদন করা উচিত । বাবার তো নিজস্ব অনুভব রয়েছে, স্নেহের দ্বারা নিজের কার্য সম্পন্ন করে নেন, এতেও অনেক যুক্তি চাই। কাউকে অতি প্রেম-পূর্বক বোঝাতে হবে যে - কিভাবে (পাপ) একটির জন্য শতগুণ দন্ডভোগ করতে হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) আমরা হলাম দুঃখহরণকারী, সুখপ্রদানকারী পিতার সন্তান, তাই কাউকে দুঃখ দেবে না। এইম অবজেক্টকে সম্মুখে রেখে দৈবী-গুণ ধারণ করতে হবে। নিজের সমান তৈরী করার সেবা করতে হবে।

২) ড্রামার প্রতিটি পার্টকে জেনে নিয়ে অতীতে ঘটে যাওয়া কোনো বিষয়েই যেন চিন্তন না করা হয়। মন্সা, বাচা, কর্মণার দ্বারা যেন কোনো খারাপ কার্য না হয় - এই বিষয়ে সচেতন হয়ে ডবল অহিংসক হতে হবে।

বরদানঃ- এক বাবাকে কম্পেনিয়ন বানানো বা তাঁর কম্পানীতে থাকা সম্পূর্ণ পবিত্র আত্মা ভব

সম্পূর্ণ পবিত্র আত্মা হলো সে যার সংকল্প আর স্বপ্নতেও ব্রহ্মচর্যের ধারণা থাকবে, যে প্রতিটি কদমে ব্রহ্মা বাবার আচরণ অনুযায়ী চলবে। পবিত্রতার অর্থ হলো - সদা বাবাকে কম্পেনিয়ন বানানো আর বাবার কম্পানীতেই থাকা। সংগঠনের কম্পানী, পরিবারের স্নেহের মর্যাদা হলো আলাদা জিনিস, কিন্তু এই সংগঠনের স্নেহ হলো বাবার কারণেই, বাবা না থাকলে পরিবার কোথা থেকে আসতো! বাবা হলেন বীজ, বীজকে কখনও ভুলবে না।

স্লোগানঃ- কারো প্রভাবে প্রভাবিত হওয়া নয়, সবাইকে জ্ঞানের প্রভাবে প্রভাবিত করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;